৮ ব্যক্তি ও ১ প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হলো স্বাধীনতা পদক

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে আট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে পদক তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক।

এ সময় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

এ বছর পুরস্কার পেয়েছেন- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দাস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, প্রয়াত কমান্ডার (অব.) আবদুর রউফ, প্রয়াত মুহম্মদ আনোয়ার পাশা ও আজিজুর রহমান।

চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. মো. উবায়দুল কবীর চৌধুরী ও অধ্যাপক ডা. এ কে এম এ মুক্তাদির। সংস্কৃতিতে কালীপদ দাস ও ফেরদৌসী মজুমদার পুরস্কার পেয়েছেন।

এছাড়া, শিক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমস এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে।

স্বাধীনতা পদক দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পুরস্কার। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

এর আগে করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়। একইসঙ্গে স্বাধীনতা পদক দেওয়ার কর্মসূচিটিও স্থগিত করা হয়েছিল। এখন এই পদক তুলে দেওয়া হলো।

১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়লো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে অনলাইন সংবাদ সম্মেলন এ ঘোষণা দেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বাতিল করা হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। নেয়া হবে না বার্ষিক পরীক্ষাও।

আফ্রিকা থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান নিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি

নাইজেরিয়ার সাবেক অর্থমন্ত্রীকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগের বিরোধিতা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা ওই পদে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রীকে দেখতে চায়। বুধবার মনোনয়ন কমিটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে নাইজেরিয়ার সাবেক মন্ত্রী নাগোজি ওকুনজো-আইউইয়ালাকে নিয়োগের বিষয়ে সুপারিশ করে।

নাগোজি নিয়োগ পেলে তিনিই হবেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শীর্ষ পদে প্রথম নারী এবং প্রথম আফ্রিকান প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে বৈশ্বিক বাণিজ্যে এ সংস্থার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা সংস্থার সংস্কারের জন্য শীর্ষ পদটিতে

আরেক নারী, দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রী ইয়ো মিয়ং-হিকে দেখতে চায়।
যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা এই পদে এমন কাউকে চায় যার এ ক্ষেত্রে ‘বাস্তব’ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

‘চীনের সব আগ্রাসী পদক্ষেপ ঠেকাতে হবে ভারতকে’

কমান্ডারদের সম্মেলনে ভারতীয় সেনাকে সতর্ক করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন চীনা সেনার দুরভিসন্ধির শেষ নেই। তাই প্রত্যেক মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হবে। চীনের প্রতিটি পদক্ষেপ দখলদারি মনোভাবমূলক। সেই সব আগ্রাসী পদক্ষেপ ঠেকাতে হবে ভারতকে।

সম্মেলনে যোগ দেয়ার পর টুইট করেন রাজনাথ। সেখানে তিনি লেখেন, ভারতীয় সেনার প্রতিটি মুভমেন্টের জন্য গর্বিত তিনি। দেশের সম্পদ সেনা। দেশের প্রতিটি ইঞ্চিকে সুরক্ষা যোগাচ্ছে আমাদের সেনা।

ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার মত একাধিক বিষয় উঠে আসে তার বক্তব্যে। সূত্র: কলকাতা২৪

ফের বাড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি, বৃহস্পতিবার ঘোষণা

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ রয়েছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এমন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মধ্যে না ফেলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি আরো বাড়ানোর চিন্তাভাবনা

করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তবে ছুটি কতদিন বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। বৈঠকটি বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেবেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আকরাম-আল-হোসেন বলেন, ‘বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এখন স্কুল-কলেজ খোলা সম্ভব হবে না। তাই চলমান ছুটি আরো বৃদ্ধি করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি রয়েছে। এর আগেই ছুটি বৃদ্ধির বিষয়ে জানিয়ে দেয়া হবে। যেহেতু ৩০ ও ৩১ অক্টোবর সরকারি ছুটি। তাই বৃহস্পতিবারেই এই বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে।’

তবে ছুটি কতদিন বৃদ্ধি করা হবে, সে বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান তিনি।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়তে পারে। তবে ছুটি কত দিন বাড়বে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত এ বিষয়ে জানানো হবে।

যে কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো ‘ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন’

বানান ইরফান

ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ৩০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর (বরখাস্ত) মোহাম্মদ ইরফান সেলিম ও তার দেহরক্ষী মো. জাহিদের বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র আইনে দুইটি করে পৃথক চারটি মামলা দায়ের করেছে র্যাব।

মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে এ চারটি মামলা দায়ের করে।

এদিকে পুরান ঢাকার এলাকায় চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য ও দখলদারিত্বের নিয়ন্ত্রণে ইরফান সেলিম ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সেন্টার গড়ে তোলেন। পুরান ঢাকার চাঁন সরদার দাদা বাড়ি থেকে সামান্য দূরে চকবাজারের চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের ছাদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মতো একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করেছিলেন ইরফান।

কন্ট্রোল রুমে ছিল অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের ভিএইচএফ (ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি) ডিভাইস। মদীনা আশিক টাওয়ারে এবং বাসার চার তলার নিজস্ব কক্ষে স্থাপন করেছিলেন ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন। ইরফান ও তার সহযোগিরা ওয়াকিটকির মাধ্যমে চার বর্গ কিলোমিটার এলাকায় যোগাযোগ করতেন। চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক আধিপত্য, দখলদারিত্ব ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সব ধরনের আলোচনার জন্য তার এবং বাহিনীর সদস্যদের জন্য ৩৮টি ওয়াকিটকি ব্যবহার করা হতো।

র্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই-তিন বছর আগেই পুরান ঢাকায় নিজস্ব বাহিনীর মধ্যে যোগযোগ চালাতে এই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা তার বাসায় স্থাপন করেন ইরফান সেলিম। গত কাউন্সিলর নির্বাচনের আগে মদীনা আশিক টাওয়ারের ১৭ তলায় ইরফানের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভিএইচএফ ডিভাইস ও একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এন্টেনা স্থাপন করেন। এসব ডিভাইস বিদেশ থেকে অবৈধ পন্থায় দেশে নিয়ে আসেন ইরফান। ভিএইচএফ ডিভাইসের মাধ্যমে কালো রঙের ওয়াকিটকি সেট ব্যবহার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) কোনো অনুমোদন ও লাইসেন্স ছিল না। নিজের আধিপত্য ও চাঁদাবাজি চালাতে অবৈধভাবে ওয়াকিটকি ব্যবহার করছিলেন ইরফান ও তার ক্যাডাররা।

র্যাব সূত্র জানায়, ইরফানের নিজস্ব ওয়্যালেস ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কে

যোগাযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শনাক্ত করতে পারতো না। এই অবৈধ সুযোগটি নিয়ে ইরফান অপকর্মের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং চাঁদাবাজি করতেন। এর জন্য ইফরান একটি ক্যাডার বাহিনী তৈরি করেন। প্রত্যেকের কাছে ছিল অবৈধ অস্ত্র। এর মাধ্যমে পুরান ঢাকার জনমানুষের মধ্যে ভীতি প্রতিষ্ঠা করে রাখতেন। এর জন্য চক সার্কুলার রোডে মদীনা আশিক টাওয়ারের টপ ফ্লোরে ইরফানের একটি টর্চার সেল রয়েছে। যারা তার মতের বিরুদ্ধে যেতেন, তাদের ওই টর্চার সেলে এনে নির্যাতন চালাতেন এবং ভয়ভীতি দেখাতেন।

ইরফানের দেহরক্ষী ছিলেন ১২ জন। এদের মধ্যে জাহিদুল ইসলাম ছিলেন চকবাজারের একজন ত্রাস। দেহরক্ষীদের সবার সঙ্গে অবৈধ অস্ত্র থাকতো বলেও তথ্য রয়েছে। আধিপত্যের সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও হাজী সেলিমের পরিবারের নিরাপত্তার জন্য বেতনভুক্ত আরো ৩৫ জন ক্যাডার রয়েছে বলেও জানায় র্যাবের কর্মকর্তারারা।

র্যাবের একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, ইরফান প্রতি রাতেই মদ্যপান করে তার দুইটি বিদেশি কুকুর ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চকবাজার এলাকায় চক্কর দিতেন। পুরান ঢাকায় তাদের চলাচলে একটা আতঙ্ক বিরাজ করলেও ভয়ে কেউ কিছুই বলতেন না। পুরান ঢাকায় বিভিন্ন জমি দখলের বিষয় কিছু তথ্য-প্রমাণ পেয়েছে র্যাব। হাজী সেলিম ও তার ছেলোরা পুরান ঢাকার কোনো জমি দখলের ক্ষেত্রে নিজেদের বেতনভুক্ত ক্যাডারের পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ সদস্যদের ব্যবহার করতেন। তাদের দখলদারিত্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ও সহায়তার জন্য চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) উপহারও দিয়েছেন তারা।

র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইয়ংয়ের পরিচালক লেফট্যানেন্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ বলেন, ‘নিজ বাসা ও তার ব্যক্তিগত কার্যালয়ের উপরে ভিএইচএফ ওয়াকিটকি বেজ স্টেশনটি মূলত এলাকায় চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের খরচে অবৈধভাবে এটি স্থাপন করেছিলেন ইরফান সেলিম।’

তিনি বলেন, ইরফানের বাসা থেকে জব্দ হওয়া দুইটি বিদেশি পিস্তল ও মাদকদ্রব্যের বিষয়ে রাজধানীর চকবাজার থানায় র্যাব বাদী হয়ে অস্ত্র ও মাদক আইনে দুইটি এবং দেহরক্ষী জাহিদের বিরুদ্ধে একই আইনে দুইটি করে মোট চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে নৌবাহিনীর

কর্মকর্তাকে মারধর ও হত্যার হুমকির ঘটনায় ইরফান সেলিমসহ তার দেহরক্ষী জাহিদুল ইসলাম, গাড়িচালক মিজানুর রহমান, মদীনা গ্রুপের প্রটোকল কর্মকর্তা এবি সিদ্দিক দিপু ও অজ্ঞাতনামা তিন জনসহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী লেফট্যানেন্ট। ওই রাতেই হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিন ২৬ অক্টোবর দুপুরে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুরান ঢাকার চকবাজারে চান সরদার দাদা বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ইরফানকে গ্রেফতার করে র্যাব।

অভিযানে অবৈধ দুইটি অস্ত্র, মদ, বিয়ার, ৩৮টি ওয়াকিটকি ও ভিএইএফ ডিভাইসযুক্ত ওয়াকিটকি বেজ স্টেশন জব্দ করা হয়। এরপর মদ্যপান ও বেআইনিভাবে ওয়াকিটকি রাখার দায়ে ইরফানকে ১৮ মাসের সাজা দেন র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। তার দেহরক্ষী জাহিদুলকে বেআইনি ওয়াকিটকি ব্যবহারের জন্য ছয় মাসের করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

২৯ দিনে ১৫ ধর্ষণ সাভার-আশুলিয়া-ধামরাইয়ে!

ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৯ দিনে শিশু ও গণধর্ষণসহ ১৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এসব ধর্ষণে গ্রেফতারও হয়েছে অনেকেই, তবে দিন দিন বেড়েই চলছে এ ধরনের অপরাধ।

এলাকাবাসী বলছেন, সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত গণধর্ষণ, ধর্ষণ ও শিশু ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে প্রায় ১৫টি। এসব ঘটনার দুই একটি কিছুদিন আগে ঘটলেও সময়ের মধ্যে প্রকাশ হয় এবং মামলা দায়েরসহ আসামিকেও গ্রেফতার করা হয়। এর মধ্যে সাভারে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ৮ জন এবং পলাতক রয়েছে ১ জন।

আশুলিয়ায় গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২টি, যার ভুক্তভোগী ২ কিশোরীসহ এক গৃহবধূ, ধর্ষণের ঘটনা ২টি ও শিশু ধর্ষণের চেষ্টাসহ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৩টি। এসব ঘটনায় আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে ১৩ জন এবং

পলাতক রয়েছে ১২ জন। আর ধামরাইয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১টি যার আসামিকে গ্রেফতার করা হয় গত ২১ অক্টোবর।

অন্যদিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে সাভারের বাড্ডা ভাটপাড়া এলাকায় একটি বাড়িতে এক নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে হাসান নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয়রা বলছে, শিল্পাঞ্চল সাভার ও ধামরাইয়ে কর্মের আওতা বাড়ায় যেমন লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তেমনি পরিণত হয়েছে অপরাধীদের অভয়ারণ্য হিসেবেও। এখানে সহজেই বিচরণ করছে ধর্ষকের মত অপরাধীরা। তাই এসব শিল্পাঞ্চলে বাড়ছে ধর্ষণের মত জঘন্য ঘটনা। কর্মমুখী মানুষের ভিড়ে সহসাই মিশে কুকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এই অপরাধীরা।

এবিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি তদন্ত সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কোন অপরাধীকে ছাড় নয়, সবাইকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

ফরাসি দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা

ফ্রান্সে প্রকাশ্যে বহুতল ভবনে রাসুল (সা.)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশের প্রতিবাদে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ’র ফ্রান্স দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইট থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি শান্তিনগর মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ তাতে বাধা দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সকাল ১০টায় রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নামের সংগঠনটির। সেখান থেকে ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স

দূতাবাস অভিমুখে মিছিল বের করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এসময় মিছিলে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা ‘বিশ্ব নবীর অপমান, সইবে নারে মুসলমান’, ‘ম্যাঁকোর চামড়া, তুলে নেব আমরা’, ‘জেগেছে রে জেগেছে, মুসলমান জেগেছে’, ‘বয়কট বয়কট, ফ্রান্সের পণ্য বয়কট’, ‘ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে, ফ্রান্সের দূতাবাস’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলটি শান্তিনগর মোড়ে পৌঁছালে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। একপর্যায়ে সেখানেই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এর আগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্সের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, সংসদে নিন্দা প্রস্তাব জ্ঞাপন করা, বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সের দূতাবাস সরিয়ে দেওয়াসহ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন। দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির হুমকি দেন বক্তারা।

গত ১৬ অক্টোবর ফ্র্যান্সের রাজধানী প্যারিসের উপকণ্ঠে দেশটির এক স্কুল শিক্ষকের শিরশ্ছেদ করে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত কার্টুন শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের কারণে ক্ষুব্ধ ওই তরুণ হত্যা করে ওই স্কুল শিক্ষককে।

পরে ফ্রান্সের সরকার ওই স্কুল শিক্ষককে দেশটির সর্বোচ্চ মরণোত্তর পদকে ভূষিত এবং বিভিন্ন ভবনের গায়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত সেই কার্টুনের প্রদর্শন শুরু করে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই কার্টুনের প্রদর্শনের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে আরব উপসাগরীয় অঞ্চলসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফ্রান্সের পণ্য বর্জন শুরু হয়। পরে চলমান করোনা পরিস্থিতি পণ্য বর্জনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে- এমন আশঙ্কায় আরব দেশগুলোর প্রতি পণ্য বর্জন বন্ধের অনুরোধ জানায় দেশটি।

রিফাত হত্যা: রায়ের অপেক্ষায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামি

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ভিডিও ফুটেজে গত বছর ২৬ জুন রিফাত শরীফকে নির্মমভাবে রাম দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার এই দৃশ্য ধরা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করা হবে আজ। গত ১৪ অক্টোবর আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বরগুনা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান রায়ের এই দিন ধার্য করেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে বরগুনা জেলা কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়েছে কারাগারে থাকা ৬ আসামিকে। জামিনে থাকা বাকি ৮ আসামিও সকালে হাজির হয়েছেন আদালত প্রাঙ্গণে।

এর আগে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির বিচারের রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকাসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মো. রাকিবুল হাসান ওরফে রিফাত ফরাজী (২৩), আল কাইয়ুম ওরফে রাব্বি আকন (২১), মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত (১৯), রেজোয়ান আলী খান হৃদয় ওরফে টিকটক হৃদয় (২২), মো. হাসান (১৯) ও আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি (১৯)। এছাড়া বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, মো. মুসা (২২), রাফিউল ইসলাম রাব্বি (২০), মো. সাগর (১৯) ও কামরুল হাসান সায়মুন (২১)।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতের ওপর হামলা হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ঐ বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুইভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। মোট ৭৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে এ মামলায়। আলোচিত এ হত্যা মামলার রায়ের দিকে নজর থাকবে আজ গোটা দেশবাসীর।

যেভাবে ঘটে হত্যাকাণ্ড

রিফাত শরীফকে কোথায়, কখন কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার একাধিক

ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ভিডিও ফুটেজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের চিত্র দেখা গেছে। কত জন কীভাবে হত্যার মিশন শুরু করে সেটিও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে ফুটেজ থেকে।

পুলিশের তদন্ত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজ থেকে জানা যায়, গত বছরের ২৬ জুন সকালে রিফাত শরীফ সাদা রঙের মোটরবাইকে করে বরগুনা সরকারি কলেজের গেটের সামনে আসেন। এরপর তিনি কলেজের ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশের কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে আসে রিফাত ফরাজী। আরো দুই থেকে তিন মিনিট পর ঘাতকদের এক জন রিফাত ফরাজীর দুই-তিন সঙ্গী কলেজে ঢোকে।

একপর্যায়ে দেখা যায়, রিফাত শরীফ ও তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি কলেজ থেকে বের হন। এর একটু পর রিফাত ফরাজীর নেতৃত্বে আট থেকে ১০ জন রিফাত শরীফকে ধরে ফেলে। কিল, ঘুষি দিতে দিতে তারা তাকে ফটকের সামনের সড়ক থেকে পূর্ব দিকে নিয়ে যায়। সেখানেই প্রথম দেখা যায় নয়ন বন্ড ও অন্যদের।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত ফরাজী ও তার অপর এক সহযোগী দৌড়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রাখা দুটি রামদা নিয়ে আসে। এর একটি রামদা নয়নের হাতে দেয় রিফাত ফরাজী। এরপর তারা দুই জন মিলে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে রিফাত শরীফকে। আর তাদের দায়ের কোপ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন স্ত্রী মিন্নি। তবে পরে পুলিশের তদন্তে বলা হয়েছে, মিন্নিও এই হত্যাকাণ্ডের এক জন পরিকল্পনাকারী। তাই পরে তাকেও আসামি করা হয়েছে। মিন্নি নয়নের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টি গোপন করেই রিফাত শরীফকে বিয়ে করেছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত শরীফকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার পর রিফাত ফরাজী ও নয়ন বন্ড রামদা হাতে সবার সামনে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ঘটনাস্থলের পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। তখন রিফাত শরীফের রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার কাপড়চোপড়। সেখান থেকে তাকে কে বা কারা রিকশায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঐদিন বিকাল ৩টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যালে মারা যান রিফাত শরীফ।

পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ড ছিল একদম পরিকল্পিত। কেউ কিছু আঁচ করার আগেই ঘাতকরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। কীভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রিফাত শরীফের ওপর হামলা করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি বৈঠকও হয়েছিল। তবে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’

নিহত হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে বাকি আসামিদের বিচার শুরু হয়।

কালিয়ায় ছাত্রলীগের দু’পক্ষের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের পালাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশ ডাকায় সংঘাত এড়াতে পৌরশহরে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

এর আগে নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ কালিয়া উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের ২টি কমিটি গঠন করলে তার বিপরীতে পদবঞ্চিতরা উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ আট বছর পর গত ২২ অক্টোবর নড়াইল জেলা ছাত্রলীগ উপজেলায় এফ এম সোহাগকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম পান্নুকে সাধারণ সম্পাদক এবং এমএম তানবীরুল ইসলামকে সভাপতি ও প্রশান্ত কুমার দাশকে সাধারন সম্পাদক করে কালিয়া পৌর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি গঠনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্দ হয়ে ওঠে পদবঞ্চিতরা।

পরদিন ২৩ অক্টোবর তারা জেলা ছাত্রলীগের গঠন করা কমিটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এসময় ইয়ামিন বিশ্বাসকে সভাপতি ও মহিবুল হক অনিককে সাধারণ সম্পাদক করে উপজেলা এবং নিয়ামত হোসেনকে সভাপতি ও রাইসুল ইসলাম হৃদয়কে সাধারণ সম্পাদক করে পৌর ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠন করে।

পরে নিজ নিজ গ্রুপের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানাতে উভয় পক্ষ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় পাল্টাপাল্টি মিছিল ও সমাবেশের ডাক দেয়। এতে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাই সংঘাত এড়াতে মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কালিয়া পৌরশহরে সকল ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিলসহ অস্ত্র গোলাবারুদ বহন

নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

কালিয়ার ইউএনও মো. নাজমুল হুদা বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ একই সময়ে পৌরশহরে মিছিল ও সমাবেশ আহ্বান করায় সংঘাত এড়াতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।